15 OCTOBER WORLD DAY Rural Women's Day

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৩

নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ দমনে দরকার সচেতনতা সৃষ্টি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ

WWSF Prize Women's Creativity in Rural Life©

১. ভূমিকা

গ্রামীণ নারীর অবদানকে স্বীকৃতিদান ও তাদের অধিকারগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিশ্বজুড়ে সকল নারীর অবস্থা ও অবস্থান এক নয়। এই নারীদের মধ্যেও গ্রামীণ নারীরা অধিক অবহেলিত। কেননা তাদের কর্ম, অবদান এবং অপ্রাপ্তিগুলো অদেখাই থেকে যায়। তাই বলা হয় নারীরা দরিদ্রদের মধ্যেও দরিদ্রতম। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরিপূরক। দিবস দুইটি যেমন এক নয় তেমনি একটি আরেকটির বিরোধাত্নকও নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

-২০২২ : 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি: এখনই প্রয়োজন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ
-২০২১ : করোনায় বাল্যবিয়ের আশংকাজনক হার বৃদ্ধি: প্রয়োজন কঠোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ
-২০২০ : কোভিডকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা: আমাদের করণীয়
-২০১৯ : শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই
-২০১৮ : পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর
-২০১৭ : সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
-২০১৬ : কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার
-২০১৫ : কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। জাতীয় উদযাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রমাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৪০টি জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৪০টিরও বেশি জেলাতে এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. 'নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ দমনে দরকার সচেতনতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ' এবং এবারের প্রতিপাদ্য:

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণত আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ দমনে দরকার সচেতনতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ' দিবসটি উদ্যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে।

৬. প্রেক্ষাপট:

দেশে বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। এর সুফল নি:সন্দেহে যুগান্তকারী কিন্তু পাশাপাশি এর অপব্যবহার মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে। যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো অনলাইনে নারী ও কিশোরীদের নানান রকম হয়রানির শিকার হওয়া। এই হয়রানির ধরণ ও মাত্রা বিভিন্ন রকমের হলেও সেটার বেশিরভাগই যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ছে। যেমন, ইন্টারনেটে আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও ছেড়ে দেয়া, অথবা গোপন তথ্য বা একান্ত ব্যক্তিগত কথা/ছবি ইত্যাদি ফাঁস করে দেয়া হচ্ছে অহরহ। নি:সন্দেহে বিকৃত মানসিকতার মানুষের দ্বারাই ঘটছে বেশিরভাগ ঘটনা। এই ঘটনাগুলো এখানেই থেমে থাকছে না। বিভিন্ন গোপন তথ্য, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি ফাঁসের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইলিং, টাকা হতিয়ে নেয়া অথবা জোর করে শারিরীক সম্পর্ক তৈরি করতে বাধ্য করছে। অন্যদিকে প্রেমের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়া, ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক দ্বন্দের জের ধরে আইডি হ্যাক করা, যৌন নিপীড়নমূলক বার্তা পাঠানো, নাম বা ছবি ব্যবহার করে ফেইক আইডি তৈরি করেও প্রতিনিয়ত কিশোরী/নারীদের হেনস্তা করা হচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই, ইন্টারনেট ব্যবহারের গতি বা বিস্তার যে হারে বাড়ছে নারী বিশেষ করে কিশোরীদের মধ্যে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা। যার ফলে, দিনকে দিন অনলাইনে যৌন হেনস্তা বা নির্যাতনের ঘটনা রোধ করা যাচ্ছে না।

৭. কিভাবে ফাঁদে পড়ছে?

ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার গ্রাম–শহরে সমানভাবে বেড়েছে এখন। সবার হাতে স্মার্ট ফোন থাকার কারণে নেটের দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। বছর কয়েক আগের করোনা মহামারীর কারণে ইন্টারনেট ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়ে যায়। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যায়। হোম অফিস চালু হয় সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও অললাইনে শ্রেণী কার্যক্রম চালু করে। এসময় কিশোর-কিশোরীদের হাতে হাতে স্মার্টফোন পৌছে যায়। স্মার্ট ফোন তখন শুধু তার পড়াশোনার কাজে ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শুধু করোনাই ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির কারণ নয়, যুগের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে, নিজেকে আপডেট রাখতে গিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার কাজের প্রয়োজনেই বাড়ে। এর ফলে, নতুন নতুন যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়। এসবের ফাঁক-ফোকরে বিভিন্ন/বিচিত্র মানুষের সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। বিনিময় হতে থাকে একান্ত মূহুর্তের কথা, ছবি। কখনো কখনো কোথাও ঘুরতে গিয়েও ছবি তুলে রাখছে নিজেদের কাছে। এরপর যখন সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় তখন সেসব ছবি দিয়ে ব্লাকমেইল করা শুরু হয়। প্রেমের সম্পর্কেই শুধু এমন হয় তা নয়। নতুন নতুন বন্ধুর সন্ধানে ফেইসবুকে যত ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে সব গ্রহণ করে নেয় তারা। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় উপর থেকে দেখে কিছুতে আঁচ করা যায় না কে বন্ধু আর কে বন্ধু নয়? অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ তৈরি হয়। কাছের বন্ধু ভেবে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত সব তথ্য/জরুরি আলাপ ইত্যাদি নিমেষে শেয়ার করে ফেলে তারা। ইন্টারনেট সিকিউরিটি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকা, সরল মনে প্রেমে পড়ে যাওয়া এবং মুখোমুখি পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও/তার সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে যেকোন ধরণের আন্তরিক যোগাযোগ তৈরি এবং সকল ব্যক্তিগত তথ্য/ছবি ইত্যাদির শেয়ার তাদের ঝুঁকিতে ফেলে তাদের আরো। এরকম ফাঁদে পড়ার নানান উদাহরণ দেয়া যাবে।

৮. তথ্য-উপাত্ত কী বলে?

বেসরকারি সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রে'র (আসক) একটি জরিপে দেখা গেছে, ৩৬ শতাংশের বেশি মেয়েশিশু অনলাইনে পুরুষবন্ধু দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়। এছাড়া ২৭ শতাংশের বেশি মেয়েশিশু পরিচিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও আত্মীয় এবং ১৮ শতাংশ অপরিচিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের সময়ে অনলাইনের ওপর নির্ভরতা যেমন বেড়েছে, তেমনি হয়রানিও বেড়েছে। সম্প্রতি বৈশ্বিক একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী অর্ধেকের বেশি নারী (৫৮ শতাংশ) এখানে কোনো না কোনো হয়রানির শিকার হয়েছেন। প্রতি পাঁচজনে একজন এই হয়রানি থেকে বাঁচতে নিজেকে গুটিয়ে নেন অথবা অনলাইনে উপস্থিতি কমিয়ে দেন। অনেকে মানসিক সমস্যায় ভোগেন আবার কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। জরিপে আরো দেখা গেছে, প্রতি তিনজনে একজন হয়রানির শিকার হওয়া নারী নিপীড়ক ব্যক্তির আইডির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। মেয়েরা সাধারণত ফেসবুক ব্যবহার করার সময় সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেয়েদের যত হয়রানি করা হয়, তার ৩৯ শতাংশ করা হয় ফেসবুকে, ২৩ শতাংশ ইনস্টাগ্রামে, ১৪ শতাংশ হোয়াটসঅ্যাপে এবং ৯ শতাংশ টুইটারে।

সম্প্রতি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ২২টি দেশের ১৪ হাজার কিশোরী, তরুণী ও নারীর সাক্ষাৎকার নিয়ে এ ফলাফল প্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনিয়া, ভারত থেকে জাপান সব দেশের চিত্রই প্রায় এক। অনলাইনে মেয়েরা প্রায়ই একই ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

৯. করণীয় কী?

সাধারণত দেখা যাচ্ছে, কিশোরী, তরুণী নারীরা ভুল করছে বেশি। দুই দিনের পরিচয়ে সহজে বিশ্বাস করে ফেলছে। প্রথমেই তাদের এই বিষয়ে সতর্ক করা দরকার পরিবারগুলো থেকে। কারো সাথে মেলামেলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন, নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, ভিডিও শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নির্জনে কোনো স্থানে দেখা সাক্ষাৎ করতে যাওয়া যাবে না। পরিবার সেজন্য সন্তানদের সাথে খোলামেলা আলাপ করে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। স্কুল-কলেজ লেভেলে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তা বাস্তবায়নে কাজে লাগতে হবে। স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনকে যুক্ত করে একেবারে গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সরকারগুলো অনলাইনে হয়রানি বন্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোম্পানীগুলোকে সাথে নেগোশিয়েট করবে যাতে, যেকোন ধরণের ফেইক আইডি, হয়রানিমূলক পোস্ট, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির বিরুদ্ধে দ্রুত তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১০. সাইবার অপরাধ দমনে আইনী সহায়তা 'হেল্প ডেস্ক'

প্রতিদিন সাইবার জগতের অসংখ্য মামলা নথিবদ্ধ হচ্ছে। তার কিছু কিছু বিচার হচ্ছে কিছু কিছু তার পিছলে যাচ্ছে। গত বছরের (২০২২ সালের) ১৬ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামের ফেসবুক পেইজে গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৭ হাজার ৩৫৩ নারী অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে ভুয়া আইডির, প্রায় ২৯ শতাংশ। হটলাইন নম্বরে ১১ হাজার ২১৩টি ফোনকল ও ই-মেইলে ২৬৩টি অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৩২৮ জনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৩ হাজার ৬৯৪ জনের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া হয়েছে। বাকি ৩৩১ জনের সাথে কথা বলে পরবর্তীতে সুরাহা করা হয়। পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন ফেইসবুক পেইজে আসা অভিযোগগুলোকে সাতটি ধরণে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, ভুক্তভোগী নারীর ছবি বা পরিচয় বা দুটিই ব্যবহার করে ভুয়া আইডি খোলা, বিভিন্ন ওয়েব ঠিকানা বা অ্যাপ ব্যবহার করে ও পাসওয়ার্ড চুরি করে আইডি হ্যাক করা, পূর্বপরিচয় বা সম্পর্কের জের ধরে বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত ছবি, ভিডিও বা তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইলিং, মুঠোফোনে হয়রানি, অশ্লীল লেখা ও ছবি ইত্যাদি।

আমাদের এখানে বর্তমানে অনলাইনে সহিংসতা ও সাইবার হয়রানির শিকার হলে আইনি সহায়তা নেওয়ার কিছু হেল্প ডেস্ক রয়েছে। যেমন, কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, সাইবার পুলিশ সেন্টার, পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন (পিসিএসডব্লিউ), হ্যালো সিটি অ্যাপ, রিপোর্ট টু র‍্যাব অ্যাপ, ৯৯৯ এবং প্রতিটির ফেইসবুক পেইজে অভিযোগ জানানো যায়। পিসিএসডব্লিউ নারী পুলিশ পরিচালিত বলে মেয়েরা অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	ভয়েস অফ সাউথ বাংলাদেশ	মো. শহীদুল ইসলাম	০১৭৪৯০৭০৮৪৫
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	পি জি কে	আ. শ. ম. আশরাফুল হাসান তাইমুর	০১৭১২২২৬৬২৭
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	আমরা মানুষের জন্য	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	এম. শাহজাহান আলী	০১৭১১৪৪৮৮০৯
		সম্পাদক	দেশ চেতনা	মো. রাশেদুল হক	০১৭১১২৭৪৭৮১
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	রূপান্তর	স্বপন কুমার গুহ	০১৭১১৩৪৫১৭৫
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মইন-উল-আলম	০১১৬৫৪৫৪৬১
		সম্পাদক	সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস	আবু আবিদ	০১৭৭০৫৭৯৩১৩

রাজশাহী বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	সমতা নারী কল্যাণ সংস্থা	মো. নজরুল ইসলাম	০১৭১৪০৪৯৪৬৯
		সম্পাদক	সংগঠক	লিমা	০১৭১৬২০৩৪৮৫
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	অনির্বান কর্মসংস্থান	প্রভাতী রাণী বসাক	০১৭১৫১৬৯৫৬২
		সম্পাদক	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	কারিগরি মহিলা সংস্থা	মনোয়ারা পারভীন	০১৭১৯৩২৯৪৪৯
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ প্রগতি সংস্থা	মো. করিম বক্স	০১৭১৪৮০১৯০৩
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	উপমা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সুজন কুমার মণ্ডল	০১৭১২৪৭৫৮২৪
		সম্পাদক	প্রামডো	হৈমন্তী সরকার	০১৭১৪৪৩১৩১৫
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো. আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেস্ট	রুমানা আক্তার রুমা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	উপকার সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মো. তমাল উদ্দিন	০১৭১৪৩২৪১৪৬
		সম্পাদক	এসসিডিএফ	সেলিনা হক	০১৭১২৬৯৯৬২৭
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	জে এস কে এস	রুবিনা বেগম	০১৯১৬৫১১৩৩০
৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা	মো. আব্দুল মান্নান	০১৭১৬৫১৭৪১২
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম সরকার	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	ড্রিম অব সেশন (ডন)	রেজাউল করিম সাজু	০১৭২০৬৫৩৬৯৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গেল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
		সম্পাদক	জে. এস. কে. এস	মো. মিজানুর রহমান	০১৭১৮৬১৭৩২৮
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	রুরাল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	মো. নাজমুল হুদা	০১৩০৭৪৩৫২৪৬
		সম্পাদক	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	মো. নাজিম উদ্দীন	০১৭১১৪৫১৯৪৯
		সম্পাদক	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০

বরিশাল বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	ডা. সামসুন নাহার ডলি	০১৯১৩৫৪৩৩০১
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো. খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
		সম্পাদক	সাইডো	সৈয়দ হোসাইন মো: কামাল	০১৭৭৯৪৪৪৯৬১
৩.	বরিশাল	সভাপতি	আই সি ডি এ	আনোয়ার জাহিদ	০১৭১৫০৩১৫৮৪
		সম্পাদক	চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	জাহানারা বেগম স্বপ্না	০১৭১২০০১০৮৮
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭২৬৪৫৫২৬৫
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ফাউন্ডেশন	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	অনামিকা মহিলা সমিতি	শাহিনা আক্তার অনি	০১৬৮১৭৫১৭০০
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	দিপা	মো. ফজলুল হক	০১৭১৩৫৪৬০৩০
		সম্পাদক	জন্মভূমি উন্নয়ন সংস্থা	মো. সাইফুল হাসান মিলন	০১৭১৮৩৮৪৭৪৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	র‍্যাক বাংলাদেশ	এবাদুর রহমান বাদল	০১৭১৩০১৩২৪৪
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	এডাব, গাজীপুর	আলিম	০১৭৩১৪২৫৬৭৮
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	মৌচাষ উন্নয়ন সংস্থা	আবুল হোসেন	
		সম্পাদক	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২২২৯৭০৪
৮.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	সোহানা তাহামিনা	০১৭৩৭৩৭৭৯৪৫
		সম্পাদক	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	আসিয়া খাতুন জিলু	০১৯১১২২৬৫৫৫
৯.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯১৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯
১০.	মাদারীপুর	সভাপতি	সূর্য তরণী মহিলা সমিতি	আইরিন সুলতানা	০১৭১৮৫৯৪০৫৪
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১১.	রাজবাড়ী	সভাপতি	স্বেচ্ছাসেবী বহুমূখী উন্নয়ন মহিলা সমিতি	শামীমা আক্তার মুনমুন	০১৭১৫৬৯৬৩০৬
		সম্পাদক	আরইউএস	লুৎফর রহমান লাবু	০১৯৮১০৯৩৪৯১
১২.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮
১৩.	ঢাকা	সভাপতি	জি বি এস এম	মাসুদা ফারুক রত্না	০১৭১১১৭৭৫৯৮
		সম্পাদক	শিল্ড	মো. মাহবুব আলম ফিরোজ	০১৭১৮০৫৮২২৫

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা	খন্দকার ফারুক আহমেদ	০১৭১২৯৯০১৭৩
		সম্পাদক	তৃণমূল নারী উন্নয়ন সমিতি	আইনুন্নাহার	০১৭১১৪৭৯৯০৯
১.	শেরপুর	সভাপতি	সৃজন মহিলা সংস্থা	শিখা সাহা	০১৭১১৪৬৮২৫৩
		সম্পাদক	এস ডি সি	দিলিপ মুরং	০১৭১১২৬৫৩০৫
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সেরা এনজিও	মো. আলী বাদশা	০১৫৫২৯৬১০০২
৪.	জামালপুর	সভাপতি	আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)	মে. আব্দুল হাই	০১৭১৪৩৫৭৫৮৫
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১৭২৬৪২৯৫৭১
		সম্পাদক	বসতি	মশিউর রহমান মিঠু	০১৭১৫০৮১০৪৭
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	নবরূপ	পি. এম. বিল্লাল	০১৮৭৬৪৪৮৭৪৯
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এফ ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা	মাহমুদা আক্তার	০১৭১১৩৭৯০৫৫
		সম্পাদক	সৃষ্টি সমাজ কল্যাণ সংস্থা	সালমা আক্তার	০১৭১৫৭৩৬০০৬
৫.	বাক্ষণবাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	লেকচারার কক্সবাজার সিটি কলেজ	রোমেনা আক্তার	০১৮৩৫২৯৯১১০
		সম্পাদক	কোস্ট ফাউন্ডেশন	তাহরিমা আফরোজ	০১৭৬২৬২৪৮০৫
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	নাইউপ্রু মারমা মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা	০১৫৫৬৪৯৮৮২০ ০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকর্মী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	পি এ ডি এম এ	সাজ্জাদুর রহমান	০১৭১২৩৩০১০৯
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিটি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: +৮৮০২ ৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮/৯১১৮৪৩৫/৯১২৬১৩১
ইমেইল-info@equitybd.net ওয়েব: www.equitybd.net ফ্যাক্স :+৮৮০২ ৫৮১৫২৫৫৫